কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

“Strategies for Cotton Cultivation in Bangladesh under COVID-19 situation” শীর্ষক অংশীজনের অংশগ্রহণমূলক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন নির্বাহী পরিচালক
সভার তারিখ	৮ জুন ২০২০
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	Google Meeting প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক (ছবি)

কোভিড-১৯ সংক্রমন জনিত কারনে “Strategies for Cotton Cultivation in Bangladesh under COVID-19 situation” শীর্ষক অংশীজনের অংশগ্রহণমূলক সভা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে গত ০৮ জুন ২০২০ খ্রি: তারিখে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্ত/কর্মচারীসহ প্রাইভেট জিনার ও স্পিনিং মিলের সদস্যরা উপস্থিত থাকেন।

সভার সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। আলোচনার শুরুতে সভাপতি কোভিড-১৯ সংক্রম জনিত সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে তিনি বর্তমান আপদকালীন সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সাফল্যের কথা আলোকপাত করেন।

এরপর তিনি চলতি মৌসুমে (২০১৯-২০) তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে তুলা বিক্রির বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে উম্মুক্ত অলোচনা করেন। উম্মুক্ত আলোচনার প্রথম পর্যায়ে সভাপতি প্রাইভেট জিনারদেরকে কৃষকদের কাছ থেকে তুলা ক্রয়ের জটিলতা বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রাইভেট জিনারদের পক্ষ থেকে জনাব মো: গোলাম সাবের লাল সাহেব তুলা ক্রয়ের জটিলতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। চলতি ২০১৯-২০ মৌসুমে কোভিড-১৯ সংক্রমন জনিত কারনে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পোষাক শিল্পের চাহিদা কমে যাওয়ার দরুন বাংলাদেশের গার্মেন্টসে দেশী তুলার চাহিদাও হ্রাস পেয়েছে। সে কারনে জিনারগণ কৃষকদের নিকট হতে ক্রয়কৃত তুলা স্পিনিং মিলগুলোতে বিক্রয় করতে পারছেন না বিধায় নতুন করে তুলা ক্রয় করতে পারছেন না। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট জিনারদের তুলা ক্রয় করে মজুত করার সক্ষমতা না থাকায় চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলের তুলা অবিক্রিত থেকে গেছে। পরবর্তী মৌসুমে জিনারদের সক্ষমতা অনুযায়ী তুলা ক্রয়ের বন্টন করে তুলা ক্রয়-বিক্রয় জনিত জটিলতা দুর করা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

এরপর অন্যান্য জিনারগণ ও কোভিড-১৯ সংক্রমন জনিত কারনে তুলা বাজার কমে যাওয়াকেই তুলা ক্রয়-বিক্রয় জানিত জটিলতার মূল কারন হিসেবে চিহ্নিত করেন। করোনা পরবর্তী সময়ে দেশী তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে জিনারগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরবর্তীতে সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেড এর উপদেষ্টা জনাব ইব্রাহীম খলিল বলেন, আগামী ২০২০-২১ মৌসুমে তুলা চাষ অব্যাহত রাখতে সুপ্রীম সীড তুলার নতুন একটি জাত বাজারে নিয়ে আসবে যার গুনগত মান বেশ ভালো এবং এর ফলন ও আশাব্যঞ্জক। তিনি কৃষক পর্যায়ে সর্বমোট ১০ টন বীজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং জোন পর্যায়ের চাহিদা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

পরবর্তীতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত পরিচালক বলেন যে, যে সকল তুলা অবিক্রিত রয়েছে তার মূল্য পূর্ব নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ক্রয় করতে হবে। কারন কৃষকগণ তাদের তুলা জানুয়ারিতে উত্তোলন করেন। বর্তমানে তুলার মূল্য কমে গেলেও কৃষকরা যেন ন্যায্য মূল্য পায়।

এরপর তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপপরিচালক (স.দ.) বলেন যে, করোনা পরবর্তী সময়ে এধরনের জটিলতা যেন না হয় তার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আঞ্চলিকভাবে জিনারদের তুলা ক্রয়ের সক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ করে দিতে হবে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের যশোর অঞ্চলের উপপরিচালক বলেন, যশোর অঞ্চলের কৃষকের উত্তোলিত তুলা ক্রয়-বিক্রয়ে জটিলতা তেমন হয়নি। তাই যশোর অঞ্চলে কৃষকদের মাঝে তুলাচাষের প্রবণতা হ্রাস পায়নি। আগামী মৌসূমে তুলা আশা ব্যঞ্জক ফলন হবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক বলেন, ঢাকা অঞ্চলের তুলা ক্রয়-বিক্রয়ে জটিলতা কম হয়েছে। আগামী বছর তুলার ভাল চাষাবাদ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের রংপুর অঞ্চলের উপপরিচালক বলেন, রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ তুলাই অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে। যা পরবর্তী মৌসূমে তুলাচাষকে বহুলাংশে ব্যহত করবে। কৃষকরা তাদের তুলা বিক্রয় করতে না পারায় তুলাচাষের প্রতি অনাগ্রহ দেখাচ্ছে। অতিশীঘ্রই তুলা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিনারদের অনুরোধ করেন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপপরিচালক বলেন, তুলা বিক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা থাকলেও পরবর্তী মৌসূমে তুলাচাষবাদ ভাল হবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনবলের ঘাটতি থাকায় দাপ্তরিক কাজ ও তুলা সম্প্রসারণের কাজ ব্যহত হচ্ছে বলে জানান।

তুলা গবেষণা খামার, শ্রীপুর এর কটন এগ্রোনমিস্ট বলেন, গবেষণা খামারে তুলা গবেষণার কাজ অব্যহত রয়েছে। আগামী মৌসূমে তুলা জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রিভার্স লিংকেজ প্রোজেক্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তুরস্কের তুলা জাতগুলো বপন পূর্বক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এর উৎপাদন ক্ষমতা যাচই এর জন্য বপনপূর্বক পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছে।

তুলা গবেষণা খামার, জগদীশপুর, যশোর ও তুলা গবেষণা খামার, সদরপুর, দিনাজপুর এর কটন এগ্রোনামিস্টগণ জানান তুলা গবেষণা ও বীজ উৎপাদনের কাজ অব্যহত রয়েছে। খামারে জনবলের সংকট আছে বলে সভায় অবহিত করেন।
তুলা গবেষণা কেন্দ্র, মাহিগঞ্জ, রংপুর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান যে, তুলা গবেষণার কাজ চলছে। তুলা জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপণার কাজ অব্যাহত রয়েছে। রিভার্স লিংকেজ প্রোজেক্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তুরস্কের তুলা জাত

জার্মপ্লাজম বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পরবর্তীতে সভার সভাপতি, কোভিড-১৯ সংকটকালীন সময়ে তুলা বিক্রয় জনিত জটিলতা অতিদ্রুত সমাধানের জন্য প্রাইভেট জিনার ও উপপরিচালকদের অনুরোধ করেন ও করোনা পরবর্তী কালীন সময়ে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কাযক্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত করেন-

১. অতিদ্রুত তুলা বিক্রয় জনিত সমস্যা সমধান করতে হবে। এর জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সকল উপপরিচালকগণ প্রাইভেট জিনার সাথে আলোচনার মাধ্যমে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করবেন। এবং কৃষকগন যেন ন্যয্য মূল্য পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২. পরবর্তী মৌসূমের তুলা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে জিনারদের সক্ষমতা যাচাই পূর্বক আঞ্চলিকভাবে বিন্যস্ত করা হবে। প্রয়োজনে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও জিনারদের মধ্যে যথাযথভাবে তুলা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।

৩. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় ও গবেষণা খামারসমূহে জনবল সংকট সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. তুলাচাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. তুলা সম্প্রসারণের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে।

অতপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.০০০০.১০৩.৯৯.০০৪.০৯.১৭০

তারিখ: ২৪ আষাঢ়.১৪২৭
০৮ জুলাই ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৩) উপপরিচালক, উপপরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৪) প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৫) উপপরিচালক, ঢাকা/রংপুর/যশোর/চট্টগ্রাম
৬) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা,
ঢাকা/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/বগুড়া/ঠাকুরগাঁও।/যশোর/চুয়াডাঙ্গা/কুষ্টিয়া/ঝিনাইদহ/খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান।/রংপুরন
৭) তুলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার এবং তুলা গবেষণা কেন্দ্র (সকল)
৮) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
৯) কীটপতঙ্গ বিশেষজ্ঞ, আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১০) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), গবেষণা শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১১) তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা , প্রশিক্ষণ শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১২) তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, মনিটরিং শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১৩) তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১৪) বীজতুলা সংগ্রহ ও জিনিং কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), মার্কেটিং ও জিনিং শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড

১৫) হারুন অর রশীদ, প্রতিনিধি, কটন কানেক্ট, বাংলাদেশ।

১৬) মোঃ ইব্রাহীম খলিল, উপদেষ্টা, সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেড, গরীবে নেয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা।

১৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লাল তীর এগ্রো লি:, এংকর টাওয়ার, ১০৮ বীর উত্তম সি.আর দত্ত রোড, ঢাকা।

১৮) মহাব্যবস্থাপক, সাপ্লাই চেইন এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ইস্পাহানী বিল্ডিং (7th Floor)

১৯) মোঃ গোলাম সাবের লাল, সাধারণ সম্পাদক, কটন জিনার্স এসোসিয়েশন, আল মদিনা ইন্ডাস্ট্রিজ, ১৭ নুরুদ্দিন আহমেদ সড়ক, কুষ্টিয়া।

২০) আবুল কালাম আজাদ, প্রতিনিধি, আরমাদা স্পিনিং মিল লিমিটেড, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

২১) চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, স্কয়ার স্পিনিং মিল, মাস্কট প্লাজা, (11-12th Floor), প্লট-১০৭/এ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।

২২) কটন কনট্রাক্ট গ্রোয়ার্স, প্রতিনিধি।

মোঃ মাহমুদুল হাসান
তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা